

ALL RIGHTS RESERVED © جميع حقوق الطبع محفوظة

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage and retrieval system, without the permission of the publisher.

First Edition: August 1987

2nd Edition: March 2000

Supervised by :
ABDUL MALIK MUJAHID



Corporate Head Quarter:

P.O.Box: 22743, Riyadh 11416 KSA

Tel: 4033962 / 4043432

Fax: 4021659 Showroom 4614483

E-mail: darussalam@naseej.com.sa

Web site: darussalam@shabakah.net.sa

Branches & Agents:

● Jeddah Tel: 6712299 Fax: 6173448

● Al-Khobar: Tel: 8948106

● Pakistan: 50 Lower Mall Lahore

Tel: 0092-42-724 002 Fax: 7354072

● Houston, USA Tel: 001-713-722 0419

Fax: 001-713-722 0431

● 572, Atlantic ave, Brooklyn, New York 11217

Tel: 001-718-625 5925

● Al-Hidaayah Publishing & Distribution

522 Coventry Road Birmingham B10 0UN

Tel: 0044-121-753 1889 Fax: 121-753 2422

● Muslim Converts Association of Singapore

Singapore 424484, Tel: 440 6924, 348 8344

Fax: 440 6724

● Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo 4,

Sri Lanka Tel: 0094-1-569 038 Fax: 0094-1-699 767

● Bangladesh: 30 Mallikola, Bangshal, Dhaka-1100

Tel: 9557214, Fax: 9559738

যুগস্রষ্টা সংস্কারক
ইমাম ইবনে তাইমিয়া

IMAM IBN TAIMIYAH
AN EPOCH-MAKING REFORMER

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني
الإمام المجدد

যুগস্রষ্টা সংস্কারক
ইমাম ইবনে তাইমিয়া
আবদুল মান্নান তালিব
প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ১৯৮৭ ইংরেজী
দ্বিতীয় প্রকাশ
এপ্রিল, ২০০০ ইংরেজী
দুলহিজ্জা, ১৪২০ হিজরী
চৈত্র, ১৪০৬ বাংলা

প্রকাশক



করপোরেট হেড কোয়ার্টার

দারুসসালাম

পোঃ বক্স : ২২৭৪৩, রিয়াদ : ১১৪১৬, সৌদি আরব

ফোন : ০০৯৬৬-১-৪০৩৩৯৬২-৪০৪৩৪৩২

ফ্যাক্স : ০০৯৬৬-১-৪০২ ১৬৫৯

শাখাসমূহ :

দারুসসালাম

৫০, লোয়ারমল, লাহোর, পাকিস্তান

ফোন : ০০৯২-৪২-৭২৪ ০০২৪, ৭২৩২৪০০

ফ্যাক্স : ০০৯২-৪২-৭৩৫ ৪০৭২

দারুসসালাম পাবলিকেশন্স

পোঃ বক্স ৭৯১৯৪, হিউস্টন, টি এক্স ৭৭২৭৯, যুক্তরাষ্ট্র

ফোন : ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪১৯, ফ্যাক্স : ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪৩১

দারুসসালাম

৫৭২-আটলান্টিক এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১১২১৭ যুক্তরাষ্ট্র

ফোন : ০০১-৭১৮-৬২৫ ৫৯২৫

আল হিদায়াত্ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন

৫২২ কভেন্ট্রি রোড, বারমিংহাম বি ১০ ও ইউ এন, যুক্তরাজ্য

ফোন : ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ১৮৮৯, ফ্যাক্স : ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ২৪২২

দারুস সালাম পাবলিকেশন্স

৩০ মালিটোলা, বংশাল, ঢাকা-১১০০ বাংলাদেশ

ফোন : ৯৫৫৭২১৪, ফ্যাক্স : ৯৫৫৯৭৩৮

যুগস্রষ্টা সংস্কারক ইমাম ইবনে তাইমিয়া

আবদুল মান্নান তালিব

দা রু স সা লা ম

রিয়াদ • লাহোর • হিউস্টন • নিউইয়র্ক • ঢাকা

লেখকের আ র য়

শাইখুল ইসলাম ইমাম তাকিউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন যুগস্রষ্টা। হিজরাতে নববীর অর্ধ সহস্রাধিক বৎসর পর নবুওয়াতের স্বচ্ছ ঝরণা ধারায় যেসব ময়লা আবর্জনা মিশে গিয়েছিল দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে তিনি তাকে আবিলতা মুক্ত করেন। তাঁর ইল্মের খ্যাতি সুদূর মার্গরিব কাইরোয়ান থেকে পূর্বে চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর সংস্কার কার্যাবলীর প্রভাবও এই সব এলাকাকে প্রাবিত করেছিল।

সপ্তম ও অষ্টম হিজরী শতকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ছিলেন একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের নাম। তিনি সংগ্রাম করেন শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে। তিনি সংগ্রাম করেন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে, জুলম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তাঁর নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে অমিততেজা রাজ শক্তির হৃদয়ও কেঁপে ওঠে। দুর্জনদের পরামর্শে পরাক্রান্ত রাজশক্তি তাঁকে লৌহ কপাটের অন্তরালে নিক্ষেপ কবে। কারাগারে বসেও তিনি লেখনী চালাতে থাকেন অতিদ্রুত বেগে। তাঁর নির্জলা সত্যের প্রকাশে কারাশ্রাটীর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বিরোধী পক্ষ হিংসার আগুনে তাঁকে পুঁড়িয়ে ছারখার করে ফেলতে চায়। একবার রাজার হুকুমে তাঁর কাছ থেকে বইপত্র, খাতা-কলম, কালি-দোয়াত সব কিছুই ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তিনি দমেননি। ছেঁড়া টুকরো কাগজ জমা করে কয়লা দিয়ে তাতে লিখতে থাকেন। এভাবে সত্যের নির্ভীক সেনানী আমৃত্যু লড়ে যেতে থাকেন অসত্যের বিরুদ্ধে।

তাঁর সাতষষ্টি বছরের জীবনকাল ছিল মিথ্যা ও বাতিল, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। ইবনে তাইমিয়ার ক্ষুরধার লেখনী আজও মিথ্যা ও বাতিলের পরাজয়ের কাহিনী লিখে চলছে।

কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামের সত্য জ্ঞানের দুটি মূল উৎস। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইসলামী জ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে আবার এই মূল উৎস দুটির সাথে সংযুক্ত করে দিয়ে যান। এ জন্য তাঁর সমস্ত ইলমী যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করেন। এ পথে তিনি কোন দোঁর্দও প্রতাপ শাসক ও অসীম ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষের রক্তচক্ষুকে একটুও আমল দেননি। সত্যের জন্য তাঁর এই অকুতোভয় সংগ্রাম কিয়ামত পর্যন্ত এই মিল্লাতকে জীবনীশক্তি যোগাতে থাকবে।

ইবনে তাইমিয়ার মতো মনীষী তাই যেমন হাজার বছরে জন্মনা, তেমনি হাজার বছরেও তার মৃত্যু হয় না।

বাংলা ভাষায় এই মহান মনীষীর সংগ্রামী জীবনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়নি বললেই চলে। এই মহান মনীষীর জীবন ও কার্যক্রমের ওপর ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংগ্রামে' ইতিহাস অম্লান শিরোনামে আমার প্রকাশিত লেখাগুলো এখানে যুথিবদ্ধ করে দিলাম মাত্র। ইমামের তাজদীদী কার্যক্রম আরো বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে দিকে অগ্রসর হতে বিরত থেকেছি। তবে মোটামুটি ইমামের জীবন ও তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলীর একটা চিত্র এখানে ফুটে ওঠেছে। পাঠক সমাজ এ থেকে সামান্য উপকৃত হলেও আমার শ্রম স্বার্থক হবে মনে করি।

তবে পাঠক সমাজের কাছে আবেদন, একজন ইসলামী সংস্কারকের জীবন ও কার্যক্রম পর্যালোচনার সময় তাঁরা যেন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পুরোপুরি গুরুত্বারোপ করেন। আর এটিকে নিছক তত্ত্ব ও তথ্য আলোচনা মনে না করে যেন ইমামের কার্যক্রমের সাথে নিজেকে একাত্ম করার চেষ্টা করেন, তাহলেই এ আলোচনা থেকে উপকৃত হওয়া সহজতর হবে।

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [هود: ৮৮]

১৮০ শান্তিবাগ, ঢাকা

আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশকের নিবেদন

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামের স্বর্ণ যুগে ধ্বংস নামে। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সিরাতুন্ মুস্তাকিমের পথ থেকে মুসলিম রাজন্যবর্গ ধীরে ধীরে দূরে সরে পড়েন। চলতে থাকে ইসলামী খিলাফতের পরিবর্তে তথাকথিত মুসলিম শাসন। অর্থাৎ মুসলিম নামধারীদের যথেষ্ট স্বৈরাচারী শাসন। ইসলামের ইসটিটিউশনগুলো এ সময় এক এক করে ধ্বংস হতে থাকে। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার এই সুযোগে নানা বহিঃআক্রমণেও ইসলামী দেশসমূহ পর্যুদস্ত হতে থাকে। আলেম সমাজের বহুলাংশ এসব সময়ে নীরব দর্শক ও তাবেদারী ভূমিকা পালন করলেও সঠিক ইসলামকে পুনঃস্থাপন করার মহান সংগ্রামে যারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া অন্যতম প্রধান। তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর জামানার শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ। তাঁর জীবন ও কর্ম সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য এবং বিশেষভাবে মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য অবশ্য অনুসরণীয়।

সপ্তম-অষ্টম হিজরী শতকে মুসলিম দুনিয়ায় শিরক ও বিদআতের যে দাপ্তিক অবস্থা বিরাজিত ছিল, আজও সে অবস্থা বিদ্যমান। এ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল পথে মুসলমানদের নতুন পথ-পরিভ্রমণ শুরু করতে হবে। এ পথে অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি। তবু এটাই একমাত্র পথ! এ পথের বাধাগুলো অপসারণ করার জন্য চাই শক্তি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। কুরআন, সুন্নাহ আর মর্দে-মুজাহিদ সালাফদের জীবন ও কর্ম থেকেই শক্তির এই অফুরন্ত উৎসসমূহ সংগ্রহ করতে হবে। এ কারণেই বক্ষমান গ্রন্থের অবতারণা।

গ্রন্থকার জনাব আবদুল মান্নান তালিব, সম্পাদক জনাব মাহবুবুল হক, মলাট শিল্পী জনাব আবদুল হামীদ ও বর্ণবিন্যাসকারী জনাব আসাদুল্লাহসহ যারা এই গ্রন্থ প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক মুবারকবাদ।

বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা এখন পঞ্চশীর্ষতম স্থানে। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এ আমাদের এক নতুন উপহার। আশা করি এ উপহার তারা সাদরে গ্রহণ করবেন।

রিয়াদ : এপ্রিল, ২০০০ ইং

আবদুল মালেক মুজাহিদ
জেনারেল ম্যানেজার

সূচীপত্র

১. পটভূমি : তাতারী আক্রমণে বিধ্বস্ত মুসলিম বিশ্ব	১১
মুসলমানদের তাতারী আতঙ্ক	১১
ধ্বংসের প্রতীক তাতারী	১৩
লাশের নগরী বাগদাদ	১৪
তাতারী অজেয় নয়	১৭
ইসলামের ছায়াতলে তাতারীরা	১৯
২. তাতারীদের অপরিবর্তিত চেহারা : ইবনে তাইমিয়ার প্রচেষ্টা	২১
তাতারী সম্রাট কাজানের মুখোমুখি ইবনে তাইমিয়া	২১
তাতারীদের অঙ্গীকার ভঙ্গ ও নির্যাতন	২৫
বেদীনি ও ফিতনা নির্মূলে ইবনে তাইমিয়া	২৮
৩. সমকালীন পরিবেশ : ইলম ও আমল	৩০
ইলমে কালামের দূর্বস্থা	৩১
খ্রিস্টবাদীদের ধৃষ্টতা	৩২
বাতেনী ফিতনা	৩৩
ভ্রান্ত তাসাউফ ও শিরকের প্রভাব	৩৪
উলামায়ে কেরামের দুর্বলতা	৩৫
জ্ঞান চর্চা ও মায়হাবী সীমাবদ্ধতা	৩৬
রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা	৩৯
সমাজে তুর্কী ও তাতারীদের প্রভাব	৪২
৪. ইসলামী সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায়	৪৬
ইলমী ঘরানা	৪৬
শৈশব ও কৈশোর	৪৭
জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান চর্চা	৫০

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান	৫২
স্বার্থবাদী মহলের বিরোধী জোট	৫৩
অন্যায় দমনে দল গঠন	৫৫
দুটি ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	৫৬
মিসরের কারাগারে	৫৮
কারামুক্তির পর	৬২
ইসকানদারীয়ায় ইমামের তৎপরতা	৬৬
রাজ দরবারে সত্য কথন	৬৭
শত্রুদের ক্ষমা করে দিলেন	৬৯
৫. ইমামের সংগ্রামী জীবনের শেষ অধ্যায়	৭৩
তালাকের ঝগড়া	৭৩
দামেশকের দুর্গে আটক	৭৬
কারাগারে ইমামের তৎপরতা	৭৯
বই কলম ছিনিয়ে নেয়া হলো	৮০
পরকালের পথে যাত্রা	৮১
৬. ইমামের তাজদীদী কার্যক্রম	৮৩
মুসলমানদের আকীদাকে শিরকমুক্ত করার প্রচেষ্টা	৮৬
দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের ভ্রান্তি উন্মোচন	৮৮
কুরআনের যুক্তিগ্রহণ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ	৯২
খ্রিস্টবাদীদের জবাব	৯৫
শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	৯৯
ইসলামী ইলম ও চিন্তার পুনর্গঠন	১০৬
৭. শেষ কথা	১১৬

পটভূমি

তাতারী আক্রমণে বিধ্বস্ত মুসলিম বিশ্ব

মুসলমানদের তাতারী আতঙ্ক

সপ্তম হিজরীর প্রথমার্ধে 'তাতার' শব্দটিই ছিল মুসলমানদের কাছে ভীতি ও আতঙ্কের প্রতীক। তাতারীদের হাতে একের পর এক মার খেতে খেতে মুসলমানরা বিশ্বাস করে নিয়েছিল, তাতারীরা অজেয়। আরবীতে প্রবাদ প্রচলিত ছিল : ইয়া কীলা লাকা ইন্নাত তাতরা ইনহাযামু ফালা তুসাদিকু- 'যদি বলা হয় তাতারীরা হেরে গেছে, তাহলে সে কথা বিশ্বাস করো না।'

মুসলমানদের উপর তাতারীদের এই আক্রমণ আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। কয়েকশো বছর থেকে তারা স্বীনের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে আসছিল। ভোগ-বিলাসিতা ও পার্থিব লোভ-লালসার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছিল তারা অন্ধের মতো। অনৈক্য, বিভেদ, আত্মকলহ তাদের স্বীন ও মিল্লাতের সংহতি বিনষ্ট করে ফেলেছিল এবং বিশেষ করে দুনিয়ায় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের মূলোৎপাটনের যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল তার সম্পূর্ণ উল্টো পথে তারা চলতে শুরু করেছিল। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য এই ধরনের মারাত্মক শাস্তি ছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে ?

মুসলমানদের ওপর এ শাস্তি শুরু হয় ৬১৬ হিজরী থেকে। প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত একটানা এ শাস্তি চলতে থাকে। তাদেরকে যেন স্টিম রোলারের সাহায্যে পিষে গুঁড়ো করে দেয়া হয়।

৬১৬ হিজরীতে সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারাম শাহের আমলে চঙ্গীজ খান সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে আক্রমণ চালায়। প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ঐতিহ্যবাহী বোখারা শহর। বোখারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। শহরের একটি লোকও প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পারেনি। ঘরবাড়ী সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়। এরপর সমরকন্দ নগরীকে ভস্মীভূত করা হয়। এখানকারও সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। তারপর বড়-ছোট সব শহর এই একই পরিণতির শিকার হয়। হামদান,

কাযতীন, রায়, যানজান, মার্ভে, নিশাপুর ইত্যাদি শহরগুলো একের পর এক ধ্বংসস্থাপে পরিণত হতে থাকে।

এ সময় ইসলামী বিশ্বের পূর্ব এলাকায় খাওয়ারযাম শাহ ছিলেন একমাত্র শক্তিশালী শাসনকর্তা। তিনি প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পর অন্যান্য ছোট-খাটো শাসনকর্তারা সামান্যক্ষণের জন্যও ময়দানে তিষ্ঠাতে পারলেন না। তবুও আলাউদ্দীন খাওয়ারযাম শাহের পর তাঁর পুত্র জালাল উদ্দীন খাওয়ারযাম শাহ তাতারদের বিরুদ্ধে লড়ে চললেন। কিন্তু তাঁর অবস্থাও শেষ পর্যন্ত চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছল। লড়াইয়ে একের পর এক পরাজয় বরণ করতে করতে সেনাদল ও বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো। তাতারীরা তাঁর পিছনে লেগে থাকল ছায়ার মতো। শেষে তাতারীদের ভয়ে মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সাথে একটি অজ্ঞাত দ্বীপে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

তাতারী আতঙ্ক মুসলমানদের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোনো তাতারীকে দেখলে মুসলমান মনে করতো যেন তার আজরাইল এসে গেছে। অনেক সময় একজন তাতারী একটি গলির মধ্যে ঢুকে একাই একশোজন মুসলমানকে হত্যা করেছে। তাদের কারোর হিম্মত হতো না তাতারীটির বিরুদ্ধে টুঁশদ করার। এমন কি একবার একটি তাতারী মহিলা পুরুষের বেশে একটি গৃহে প্রবেশ করে একের পর এক সবাইকে হত্যা করে যেতে থাকে। দেখে মনে হচ্ছিল এতক্ষণ ধরে সবাই যেন শুধুমাত্র গলাটি বাড়িয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে আসছিল। হঠাৎ একজনের ঝঁশ হলো, আরে এতো একটি তাতারী মেয়ে! সে তরবারির এক আঘাতে মেয়েটিকে সাবাড় করে দিল।

আর এক শহরের ঘটনা। একজন তাতারী একটি গৃহে প্রবেশ করে একজন মুসলমানকে ধ্রুতকার করে। তার কাছে তরবারি ছিল না। তাই সে গৃহের মধ্যে রাখা একটি পাথর নিয়ে আসে। মুসলমানটির মাথা সেই পাথরের গায় ঠেকিয়ে রাখে। সে হুকুম করে, আমি এখনই বাজার থেকে তরবারি এনে তোকে হত্যা করবো। তুই ঠিক এমনিভাবে থাকবি। খবরদার একটুও নড়বি না। এই বলে তাতারী বাজারে চলে যায়। কিন্তু তাতারীর আতঙ্কে আধমরা মুসলমানটি পালাবার কথা চিন্তাই করেনি। ঠিক একইভাবে হাড়কাঠে মাথা দিয়ে রাখে। ফলে বেশ কিছুক্ষণ পর

তাতারীটি বাজার থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে এনে নিশ্চিন্তে মুসলমানটির গলা কাটে।

মুসলমানদের মধ্যে এই অবিশ্বাস্য তাতারীভীতি সেকালের জন্য জ্বলন্ত সত্য ছিল। আজকের যুগের মুসলমানরা একথা শুনে অবাক হবো। আজকের বা কেন, সে যুগেই তাতারী আতঙ্ক কমে যাবার পর মুসলমানরা অবাক বিস্ময়ে চিন্তা করেছে, তাদের কি হয়ে গিয়েছিল? তাবা জীবনযুত হয়ে গিয়েছিল কেন? আসলে আল্লাহর ভয় যখন মুসলমানদের মন থেকে তিরোহিত হয় তখন তারা দুনিয়ার সবকিছুকে ভয় করতে থাকে। আর আল্লাহর ভয়ে যখন তাবা ভীত থাকে তখন আফগানিস্তানের মতো একটা ছোট অনুন্নত দেশের সাধারণ মুজাহিদ হলেও তারা রাশিয়ার মতো আধুনিক বিশ্বের একটি পরাশক্তিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করতে শেখে।

ধ্বংসের প্রতীক তাতারী

তাতারীরা মুসলমানদের শুধু প্রাণনাশ ও ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে ক্ষান্ত থাকেনি, তারা মসজিদ-মাদ্রাসা ও লাইব্রেরীগুলোও ধ্বংস করে। তারা ছিল মধ্য এশিয়ার বর্বর উপজাতি। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার পাশবিক উদ্দানায় তারা মেতে ওঠেছিল।

সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানরা এ ধরনের অমর্যাদাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন আর কোনোদিন হয়নি। তাতারীদের এই জুলুম-অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সে যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকদের কলম কেঁপে ওঠেছে। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর লিখেছেন:

“দুনিয়ার ইতিহাসে এ ধরনের মহাদুর্ঘটনার কোনো নজীর নেই। এ ঘটনার সম্পর্ক সব মানুষের সাথে তবে মুসলমানদের সাথে এর সম্পর্ক বিশেষভাবে। কোন ব্যক্তি যদি দাবী করে, আদম আলাইহিস সালামের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এই ধরনের ঘটনা আর ঘটেনি, তাহলে সে মোটেই মিথ্যা দাবী করবেনা। এই বর্বরতা কারোর প্রতি একটুও করুণা করেনি। তারা নারী, শিশু, পুরুষ, বৃদ্ধ সবাইকে হত্যা করেছে। গর্ভবতী মেয়েদের পেটে তরবারী মেরে পেট ফাটিয়ে দিয়েছে এবং পেট থেকে বের হয়ে আসা অপরিপুষ্ট বাচ্চাটিকেও টুকরো টুকরো করেছে।”

তাতারী ফিতনা সে সময় শুধু মুসলমানদের জন্য নয়। সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এশিয়ায় মুসলমানদের উপর তাতারীদের জুলুম-নির্যাতনের কাহিনী শুনে ইউরোপের অধিবাসীরাও আতঙ্কে কেঁপে ওঠেছিল। তাতারীদের বর্বর অভিযান চেংগীজ খান থেকে শুরু হয় এবং তার প্রপুত্র কুবলাই খান পর্যন্ত ৪০ বছর ধরে চলতে থাকে তুফানের বেগে।

লাশের নগরী বাগদাদ

ঘরের শত্রু বিভীষণরাই চিরকাল ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বনাশ করে এসেছে। অবশ্যি সব দেশেই এরা জাতির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এরা যে ধ্বংস ডেকে আনে তার তুলনা নেই। কারণ মুসলমানদের পরাস্ত করতে পারে এমন শক্তি দুনিয়ায় নেই। একমাত্র আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিরোধের মাধ্যমে যখন তাদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয় তখনই বাইরের কোন শত্রু মুসলমানদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। আর এই ঘরের শত্রু বিভীষণরা মুসলমানদের সেই আভ্যন্তরীণ বিরোধের আগুন উশ্কিয়ে দেয়।

এই বিভীষণরা হয় তিন জাতের। একদল হয় ইসলামের শত্রু। একদল মুসলমানদের শত্রু। আর একদল দেশের শত্রু। তবে তিন জাতের হলেও তাদের মধ্যে একটা অভাবনীয় সখ্যতা রয়েছে। যারা ইসলামের শত্রু তারা যে মুসলমানদের ও দেশের প্রেমে গদগদ এমনটি বলা যাবে না। ইসলাম তাদের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল। ইসলামের ওপর তারা এলোপাথাড়ি এবং সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ চালায়। তবে অন্য দুটোর ওপরও কখনো কখনো চলে ছিটোফোটা আক্রমণ। মুসলমান ও দেশের শত্রুদের সম্পর্কেও এই একই কথা। ইসলামের দার্শনিক রূপকার কবি আল্লামা ইকবালও তাঁর এক কবিতায় ঘরের শত্রু বিভীষণদের এ তিনটি জাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন : “জাফর আয বাঙ্গাল সাদেক আয দক্ষিণ/নাঙ্গ দ্বী, নাঙ্গ মিল্লাত, নাঙ্গ ওয়াতান-” বাংলার বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আর দক্ষিণাত্যের মীর সাদেক, এরা হচ্ছে দ্বীন ইসলাম, মিল্লাতে ইসলামিয়া ও স্বদেশের কলংক। অর্থাৎ এ ঘরের শত্রু বিভীষণরা তিন জাতেরই হয়ে থাকে। এরা ইসলামের শত্রু, মুসলিম মিল্লাতের শত্রু এবং মুসলমানদের স্বদেশ ভূমিরও শত্রু। মুসলমানদের

দেশে ও মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বাস করে কোনো এক ব্যক্তি ইসলামের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করার পরও মুসলিম মিল্লাত ও মুসলমানদের স্বদেশ ভূমির প্রেমে পাগলপারা হতে পারে কেমন করে, একথা মোটেই বোধগম্য নয়। আসলে ইসলামকে বাদ দিলে মুসলিম মিল্লাত ও মুসলমানদের স্বদেশভূমির পৃথক কোনো অস্তিত্ব ও গুরুত্ব থাকে না।

ইসলামের ইতিহাসে এই ঘরের শত্রু বিভীষণদের অস্তিত্ব কোনোদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। নিত্য নতুনরূপে এদের আবির্ভাব ঘটেছে। এখনো ঘটছে। সেদিন বাগদাদে এরাই ঘটিয়েছিল চরম ধ্বংস যজ্ঞ। ঘটনাটা ছিল ৬৫৬ হিজরী সালের।

ইসলাম, মুসলিম মিল্লাত ও তদানীন্তন ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রভূমি বাগদাদের বিশ্বাসঘাতকদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল বাগদাদের শিয়া প্রধানমন্ত্রী ইবনে আলকামী ও তাতারী শাসকদের মুসলিম পরামর্শদাতা নাসিরুদ্দীন তুসী। এই বিশ্বাসঘাতকরা বাগদাদকে ধ্বংস করার জন্য একটি বিরাট ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করে। এ বিশ্বাসঘাতকরা মনে করেছিল বর্বর তাতারীরা বাগদাদ আক্রমণ করে হত্যা ও লুণ্ঠন করে চলে যাবে তারপর তারাই হবে বাগদাদের একচ্ছত্র মালিক। এছাড়া ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের জন্য ছিল চক্ষুশূল। মুসলমানদের ছদ্মাবরণে তারা ছিল আসলে মুনাফিক। তাই ইসলাম, মুসলমান ও মুসলিম জনপদের লাঞ্ছনা তাদের কলজে ঠাণ্ডা করে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

বর্বর তাতারী সেনারা তখন ছিল অপ্রতিরোধ্য। একের পর এক মুসলিম জনপদ ও নগরগুলো ধ্বংস করে তারা সারা ইসলামী জাহানে ত্রাস সৃষ্টি করে ফিরছিল। এ সময় ইবনে আলকামী ও নাসিরুদ্দীন তুসীর প্ররোচনায় তাতারীরা বাগদাদের দিকে এগিয়ে এলো। চেন্নীজের নাতি হালাকু খান তার বিরাট বাহিনী নিয়ে বাগদাদের উপকণ্ঠে হাজির হলো।

ওদিকে প্রধানমন্ত্রী ইবনে আলকামী বাদশাহ মুসতা'সাম বিল্লাহকে পরামর্শ দিল হালাকুর সাথে সন্ধি করার। বিপুল পরিমাণ সোনার উপটোকন পেলে হালাকু চলে যাবে বলে আশ্বাস দিল। আলকামীর পরামর্শে বাদশাহ হালাকুর শিবিরে গিয়ে তার সাথে সন্ধির শর্তগুলো চূড়ান্ত করে নিতে প্রস্তুত হলেন। বাদশাহর শিবিকা হালাকুর ছাউনিতে পৌঁছে গেলো। তারপর সন্ধিপত্রে সাক্ষী হিসেবে সই করার জন্য বাদশাহর ওপর

চাপ প্রয়োগ কবে নগরের সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তাতারীদের ছাউনীতে আনার ব্যবস্থা করা হলো। তারা আসার সাথে সাথে তাদের সবাইকে বাদশাহর সামনে হত্যা করা হলো। এভাবে বাদশাহর পত্র আদায় করে একের পর এক শহরের ক্ষমতাশালী ও মর্যাদাশীল লোকদের তাতারী শিবিরে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। কিন্তু তাতারীরা বাদশাহকে হত্যা করতে ভয় পাচ্ছিল। কারণ তারা ছিল কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা শুনেছিল বাদশাহের রক্ত জমিনে পড়ার সাথে সাথেই কোনো বিরাট আকারের ধ্বংস দেখা দিবে। তাই তারা ইতস্তত করছিল। তখন নাসিরুদ্দীন তাদের এমন একটা পরামর্শ দিল যার ফলে বাদশাহ মারা যাবে কিন্তু তার এক ফোটা রক্ত জমিনে পড়বে না। নাসিরুদ্দীনের পরামর্শে তারা বাদশাহকে বিরাট তোষকের মধ্যে পৌঁচিয়ে বেঁধে ফেললো। তারপর লাথি ও আছাড় মারতে মারতে তাঁকে শেষ করে দিল।

বাগদাদের ভাগ্যে তারপর যা লেখা ছিল তাই হলো। ৪০দিন পর্যন্ত চললো হত্যা ও লুটতরাজ। চল্লিশ দিন পর সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরী, স্বপনপুরী, জ্ঞান ও শিক্ষার কেন্দ্রভূমি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্র বাগদাদকে প্রেতপুত্রী বলে মনে হলো। শহর সুনসান হয়ে গেলো। পথে ঘাটে, হাটে-বাজারে কোথাও মাত্র দু'চারটি মানুষ দেখা যেতো।

পথে হাঁটলে কিছু দূরে দূরে দেখা যেতো লাশের স্তুপ। মনে হতো যেন ছোট-খাটো লাশের পাহাড়। এ সময় বৃষ্টি হলো। লাশ ফুলে গেলো। পচন ধরলো। সমস্ত শহরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। যারা বেঁচে ছিল তারা মহামারীতে আক্রান্ত হলো। এ দুর্গন্ধ বাগদাদ ছাড়িয়ে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করলো। ঐতিহাসিকদের মতে এ সময় বাগদাদে প্রায় ১৮ লাখ লোক নিহত হয়।

হালাকু বাগদাদে প্রবেশ করে খ্রিস্টানদের প্রকাশ্যে শরাব পান ও শূয়োরের গোশত খাবার নির্দেশ দিল। রমযান মাস ছিল। কিন্তু মুসলমানদের জোর করে শরাব পানে বাধ্য করা হলো। মসজিদের মধ্যে মদ ঢেলে দেয়া হলো। আযান নিষিদ্ধ করা হলো।

বাগদাদ ছিল তদানীন্তন ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। শহরে জনবসতি গুরু হবার পর থেকে এই প্রথমবার ক্রাফেরদের করতলগত হলো বাগদাদ। সমগ্র ইসলামী বিশ্বে চরম হতাশা ছড়িয়ে পড়লো। বাগদাদের

ধ্বংস কাহিনী যেখানে পৌঁছুলো সেখানকার মুসলমানরা মাতম করতে লাগলো। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছিল না। বিশ্বাসঘাতক শুধু বাগদাদেই নয়, সারা ইসলামী বিশ্বের সব দেশেই সক্রিয় ছিল। এই বিশ্বাসঘাতকদের নির্মূল না করা পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের সংকট মুক্তির কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

তাতারী অজেয় নয়

বাগদাদের পর তাতারীরা সিরিয়া অধিকার করলো। সিরিয়ার পথঘাট মুসলমানদের রক্তে ভেসে গেল। নগরে গ্রামে লাশের স্তুপ জমে উঠলো। সর্বত্র একই অবস্থা। তশখন্দ থেকে বোখারা, বোখারা থেকে বাগদাদ আর বাগদাদ থেকে দামেশক। কোথাও মুসলমানদের মাথা গুজবার ঠাই নেই। এরপর মিসরের পালা। মিসরবাসীরা ভালোভাবে বুঝতে পারলো তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। আল্লাহর গয়ব তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু মিসরবাসীরা শেষ পর্যন্ত চমক সৃষ্টি করলো। তারা এগিয়ে এসে তাতারীদের মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত করলো। ৬৫৮ হিজরীতে মিসরের সুলতান আলমালিকুল মুয়াফফর সাইফুদ্দীন কাতার আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। মিসরের সীমানা পেরিয়ে তারা সিরিয়ার জালুত নামক স্থানে তাতারীদের বাধা দিলেন। তাতারীদের এতদিনকার সমস্ত রেকর্ড ভংগ হলো। তারা পরাজয় বরণ করলো। প্রথম পরাজয়। শোচনীয় পরাজয়। অন্যদিকে মুসলমানদের বুকের বল হাজার গুণ বেড়ে গেলো। তাতারীরা অজেয়, এ বিশ্বাস ও ভয় তাদের মন থেকে মুছে গেলো। তারা দুরন্ত সাহসী হয়ে উঠলো। তাতারীদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল সিরিয়ার দূরদূরান্ত পর্যন্ত। তাতারীদের লাশ পথে ঘাটে ছড়িয়ে পড়লো। তারা মরতে লাগলো মুসলমানদের হাতে শিয়াল-কুকুরের মতো। বিপুল সংখ্যক তাতারীকে কয়েদীও বানানো হলো।

এরপরও তাতারীরা অবশিষ্ট মিসরীয়দের হাতে আরো কয়েকবার পরাজিত হয়েছে। কিন্তু চতুরদিকে যেভাবে তাতারীদের বিজয় অভিযান তুফানের বেগে এগিয়ে চলছিল তাতে মিসরীয়দের দৃঢ়তা কতটুকুইবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া তখন তাতারীরা ছিল আক্রমণকারী আর মুসলমানদের ছিল প্রতিরক্ষার যুদ্ধ। এ অবস্থায় আক্রমণকারী অবশিষ্ট ভালো পজিশনে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সমগ্র